এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস্ অব বাংলাদেশ
ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS OF BANGLADESH

আটাব/মন্ত্রণালয়/২০২৫/৫২৪

৪ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ

সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ২০২৫ এর খসড়ার উপরে মতামত প্রেরণ

মহোদয়,

এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব)-এর পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ২০২৫ এর খসড়ার উপর আটাবের সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত মতামত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের ই-মেইলে সফটকপিসহ মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।

০৫/১১/২০২৫

ড. সাইফ উদ্দিন আহম্মদ (যুগ্মসচিব)
প্রশাসক, আটাব

Sattara Centre (15th Floor), 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : +88 02 48320728, 58315595, 8332712, 58314284 (ATTI)
E-mail : atab@atab.org.bd, atab@citech.net, atab.org.bd@gmail.com, Website : www.atab.org.bd

বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০২১ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ, ২০২৫

(খসড়া)

এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব) থেকে প্রেরিত মতামত

যেহেতু অফলাইন ও অনলাইনে ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা পরিচালনায় গ্রাহক হয়রানি প্রতিরোধ ও টিকিটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু জনস্বার্থে আকাশপথে পরিবহন খাতে সুশাসন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬১ নং আইন) ও বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ০৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৩ সনের ৬১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**— বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং (৮), (৯) ও (১০) দফা **সন্নিবেশিত** হইবে যথা:-

"(১) **"ট্রাভেল এজেন্সি"** অর্থ কমিশন বা সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ভ্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট পরিবহন, আবাসন ও অনুরূপ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ধারা ৫ এর অধীন নিবন্ধিত অনলাইন/অফলাইনে পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান;"।

(৮) "নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার অর্থ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ;

(৯) "পরিবার" অর্থ কোনো ট্রাভেল এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা ও মাতাকে বুঝাইবে; এবং

(১০) "অগ্রিম" অর্থ ট্রাভেল এজেন্সি কর্তৃক ভ্রমণের সহিত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে কোনো উপায়ে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করাকে বুঝাইবে;

৩। **২০১৩ সনের ৬১ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর (ঙ) দফায় "** *মর্মে হলফনামা"* অংশের পূর্বে নিম্নোক্ত অংশ সংযোজিত হইবে:

"বা অন্য ট্রাভেল এজেন্সির নিকট হইতে টিকেট ক্রয়-বিক্রয় করা হইবে না বা ট্রাভেল এজেন্সির ভৌত ঠিকানায় রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করা যাইবে না এবং সরকার নির্ধারিত আর্থিক মাধ্যমে লেন-দেন করিতে হইবে;"

মতামত ঃ

সরকার নির্ধারিত আর্থিক মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যে কোন বৈধ আর্থিক মাধ্যম হবে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

সরকার নির্ধারিত মাধ্যম কি তা সুস্পষ্ট বলা হয়নি বিধায় যে কোন সময় একটি মাধ্যম নিদিষ্ট করা হলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এবং অতঃপর (চ), (ছ) ও (জ) দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(চ) পরিবারের সদস্যবর্গের নামে ট্রাভেল এজেন্সি থাকিলে এজেন্সির নাম, নিবন্ধন নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে;

(ছ) ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)-এর প্রত্যয়নপত্র;

(জ) অফলাইন ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে কোন তফসিলি ব্যাংকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা তফসিলি ব্যাংকে জামানত রাখিতে হইবে।"

মতামত ঃ

১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা তফসিলি ব্যাংকে এফডিআর সরকারের নিকট লিয়েনপূর্বক জামানত রাখিতে হইবে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

হজ্ব ওমরা, ম্যানপাওয়ার লাইসেন্সের জামানত এই পদ্ধতিতে নেয়া হয়।

৪। **২০১৩ সনের ৬১ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৬ এর (ক) এ বাংলাদেশের নাগরিক না হন এর পরে "বা অংশীদারি কারবার ও লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে শতভাগ বাংলাদেশি মালিকানা না হয়" সন্নিবেশিত হইবে এবং উক্ত আইনের ধারা ৬ এর (চ) অংশে "ঋণ খেলাপী হইতে পারিবেনা" শর্ত যোগ্যতা হিসাবে সন্নিবেশিত হইবে।

৫। **২০১৩ সালের ৬১ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।** উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১)এর ***"এবং উহা নবায়নযোগ্য হইবে।"*** এর পরিবর্তে "এবং **প্রতি বৎসর আর্থিক বিবরণীসহ সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন সরকারি নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিল এবং প্রতিবেদন সন্তোষজনক হইলে উহা নবায়নযোগ্য হইবে"** মর্মে বাক্যাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০১৩ সনের ৬১ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর (চ) এর পরে নিম্নরূপ অংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

(ছ) টিকিটিং এর উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি এপ্লিকেশন, সিস্টেম ও পোর্টাল অবৈধভাবে ব্যবহার করিলে এবং Global Distribution System বা GDS ও New Distribution Capability বা NDC এর লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড শেয়ার বা বিতরণ করিলে;

মতামত ঃ

প্রস্তাবিত এই ধারাটি সংযোজন না করে পুনর্বিবেচনা বিবেচনা করা যেতে পারে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

বাংলাদেশের ৮০% ট্রাভেল এজেন্ট Non- IATA এজেন্ট । প্রায় সব এয়ারলাইন্স ট্রাভেল এজেন্টের GDS আইডি Non-IATA হলে তাতে কোনো বুকিং করার অনুমতি দেয় না। এই আইন করা হলে ৮০% ট্রাভেল এজেন্ট এর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক এজেন্সিরই নূন্যতম ৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে IATA অনুমোদন নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই বৃহত্তর স্বার্থে এই ধারাটি সংযোজন না করে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। তৎপরিবর্তে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং ব্যবসায়িক শৃংঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্ত Non- IATA এর জন্য ভিন্ন ধারা অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।

(জ) অন্য ট্রাভেল এজেন্সির নিকট হইতে টিকেট ক্রয়-বিক্রয় করিলে;

মতামত ঃ

প্রস্তাবিত এই ধারাটি সংযোজন না করে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সির সংখ্যা ৫,৯৪৭টি , যার মধ্যে IATA অনুমোদিত (যারা এয়ারলাইন্সের টিকেট ইস্যু করতে সক্ষম) এজেন্সির সংখ্যা আনুমানিক ১,০০০ (এক হাজার)। এই আইনটি বাস্তবায়ন করা হলে অবশিষ্ট Non-IATA এজেন্সি সমূহ IATA এজেন্সি থেকে টিকেট ক্রয় করতে না পারলে যাত্রী সেবা প্রদানে ভোগান্তি বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ট্রাভেল এজেন্সি বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে কর্মী চাকরিচ্যুত হয়ে বেকারত্ব বেড়ে যাবে।

(ঝ) পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি/কোম্পানির নিকট ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্স/সনদ হস্তান্তর/বিক্রি করিলে;

মতামত ঃ

এই ধারাটি সংযোজন না করে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্সের একটি সুনাম থাকে যা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত ও হস্তান্তর যোগ্য। একজন এজেন্সির মালিক দীর্ঘদিন একটি ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনা করার পর তা তার সম্পদে পরিনত হয়। তার এই সম্পদ তার পরিবারের কেউ যদি না থাকে বা পরিচালনা করতে রাজি না হলেও তার দীর্ঘদিনের চেষ্টায় গড়া এই সম্পদ অবশ্যই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হস্তান্তর যোগ্য।

(ঞ) ট্রাভেল এজেন্সির ভৌত ঠিকানায় রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করিলে:

(ট) সরকার নির্ধারিত আর্থিক মাধ্যমে লেন-দেন না করিলে;

মতামত ঃ

এই ধারাটি সংযোজন না করে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনে এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। অন্যদিকে ঢাকার বাহিরের যাত্রীগণ ফ্লাইটের আগের দিন রাতে ঢাকা এসে পৌঁছায়। টিকেট হাতে পেয়ে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করে। তখন তাদের পক্ষে নগদ অর্থ প্রদান করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঠ) যে কোনো উপায়ে মজুতদারি, কালোবাজারিসহ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করিলে; এবং

(ড) অতিরিক্ত মূল্যছাড়, চটকদার প্রলোভন, ক্যাশব্যাক ও ইনসেনটিভ প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থ আদায় করিলে;

মতামত ঃ

কোন উপায়ে অতিরিক্ত মুল্যছাড় চটকদার প্রলোভন, ক্যাশব্যাক ও ইনসেনটিভ অফার প্রদান করিলে; এবং এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রদান বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অগ্রিম আদায় করিলে;

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

অতিরিক্ত মূল্যছাড়, চটকদার প্রলোভন, ক্যাশব্যাক ও ইনসেনটিভ অফার প্রদানের মাধ্যমে বাজার হতে অর্থ গ্রহন করা হয় এজন্য এ ধরনের কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা দরকার।

উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এ নিম্নরূপভাবে সংযোজিত হইবে-

"প্রমাণাদি প্রাপ্ত হইলে সরকার জনস্বার্থে শুনানী ব্যতীত সাময়িকভাবে নিবন্ধন সনদ স্থগিত করিতে পারিবে;

৭। ২০২১ সনের ০৪ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর "***অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড***" এর পরিবর্তে "***অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড***" প্রতিস্থাপিত হইবে;

মতামত ঃ

আইনের এই ধারাটি প্রতিস্থাপিত না করে পূর্বের ধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

জরিমানার মাধ্যমে ক্ষতিপূরন করে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে অপরাধের গুরুত্ব ভেদে জরিমানা নির্ধারন করা যেতে পারে। অনধিক ০৬ মাস কারাদন্ডের স্থানের ০৩ বছর কারাদন্ড বিষটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে ৫ লক্ষ টাকার অর্থদন্ড স্থানে ৫০লক্ষ অর্থদন্ড যা বেশিরভাগ ট্রাভেল এজেন্ট এর জন্য প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। তাই মানবিক দিক বিবেচনা করে বিষটি পুর্নবিবেচনা করা যেতে পারে।

৭(*) নিম্মোক্ত মতামত আইনের ধারা হিসেবে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

মতামত ঃ

বিদেশে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট দেশের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

বিদেশে শাখা অফিস স্থাপনের জন্য ঐ দেশের সরকারের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদেশে ব্যবসার শাখা অফিস অনুমোদন দেয়া আইনসিদ্ধ কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এছাড়া বিদেশে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানি লন্ডারিং এর ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে।

৭(**) নিম্মোক্ত মতামত আইনের ধারা হিসেবে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

মতামত ঃ

এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে কম বা বেশী ভাড়া প্রদর্শন ও বিক্রয় করিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ।

মতামতের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা ঃ

এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে কম ভাড়ার অফার দিয়ে অযৌক্তিকভাবে যাত্রীদের সাথে প্রতারণা করার সম্ভাব্য সুযোগ তৈরি করে। পরবর্তীতে এই ধরণের লোভনীয় অফার দিযে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

৮। ২০১৩ সালের ৬১ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পর নিম্নরূপ অংশ সন্নিবেশিত হইবে। যথা:—

"এবং আইন ও বিধিমালার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে নীতিমালা, পরিপত্র, নির্বাহী আদেশ জারি করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।"